ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 31 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৮৭ ● কলকাতা ● ২৬ আষাঢ়, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১১ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

একে একে হাজির দিলীপ, শমীক, সুকান্ত, কী হচ্ছে দিল্লিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লিতে একে একে গিয়ে পৌঁছলেন বঙ্গ বিজেপির নবম, দশম ও একাদশ সভাপতি। পরপর হাজির দিলীপ ঘোষ, শমীক ভট্টাচার্য ও সুকান্ত মজুমদার। বুধবার সকালেই দিল্লি গিয়েছেন দিলীপ। তিনি জানিয়েছেন, যাওয়ার টিকিট কাটলেও ফেরার টিকিট কাটেননি তিনি। তাঁর পৌঁছনোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লি গেলেন বর্তমান তথা একাদশ সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

এই আবহের মধ্যেই আবার বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লি পৌঁছবেন সদ্য প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তের ঘনিষ্ঠ মহলে শোনা যাচ্ছে, প্রশাসনিক কাজকর্ম রয়েছে বলেই দিল্লি গিয়েছেন তিনি। গেরুয়া শিবিরের একাংশ বলছে, প্রয়োজন অনুসারে দলে কাকে কীভাবে কাজে লাগানো হবে, কোন নেতাকে কোন কমিটিতে নেওয়া হবে, সেই বিষয়ে দিল্লিতে থাকা তিন বঙ্গ বিজেপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে নিতে পারেন পদ্ম শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।আর বৃহস্পতিবার রাতে দিল্লি পৌঁছবেন দশম সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

ইতিমধ্যেই বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে ও সর্বভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সংগঠন শিব প্রকাশের সঙ্গে দেখা করছেন দিলীপ।

বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, আবারও কেন্দ্রীয় স্তরে দায়িত্ব পেতে পারেন দিলীপ ঘোষ। এও শোনা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের কোনও পড়শি রাজ্যে দলীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হবে বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতিকে। সেই কাজের সুবাদে রাজ্য সংগঠনে অনেকটা

এরপর ৩ পাতায়

জামশেদপুরে গুরুপূর্ণিমায় বালানন্দ তীর্থাশ্রমে বিশেষ পূজা ও ভাণ্ডারার আয়োজন

চিত্রদীপ ভট্টাচার্য্য

জামশেদপুর। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আত্মনিবেদনের এক অনন্য নিদর্শন গুরু পূর্ণিমা, যা মূলত গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন হিসেবে পালিত হয়। এই বিশেষ দিনটি সারা দেশের মতো জামশেদপুরেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। জামশেদপুরের বিভিন্ন অংশে আয়োজিত হয় নানা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। সাকচি বালানন্দ তীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ গুরু পূজা। বালানন্দ ব্রহ্মচারীর ভক্তরা এই পূজার আয়োজন করেন। সকাল থেকেই আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় জমতে থাকে। ভক্তদের উপস্থিতিতে গুরুদেবের পূজা, হোম যজ্ঞ এবং ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়। জামশেদপুর আশ্রম কমিটির সাধারণ সম্পাদক অচিন্তম গুপ্ত জানান, "প্রত্যেক বছর গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে আমরা গুরুদেবের স্মরণে বিশেষ পূজার আয়োজন করি। এবছরও শতাধিক ভক্তদের নিয়ে আমরা হোম, পূজা এবং ভাণ্ডারা সম্পন্ন করেছি।" তিনি আরও জানান, ভক্তদের জন্য সকাল থেকেই প্রসাদ বিতরণ শুরু হয় এবং দুপুরের দিকে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করা হয়, যেখানে শতাধিক মানুষ অংশ নেন। গুরু পূর্ণিমার এই অনুষ্ঠান শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই নয়, সামাজিক ঐক্য এবং ভক্তির বন্ধন আরও দৃঢ় করে। আশ্রম প্রাঙ্গণজুড়ে ভক্তদের ভজন, স্তব ও প্রার্থনায় এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এই দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয় – জীবনের চলার পথে একজন গুরুর দিশানির্দেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসে বিধ্বস্ত ভারতের হিমাচল প্রদেশ, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৫

বেবি চক্রবর্ত্তী

ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে ভূমিধস এবং হড়পা বানে বিপর্যস্ত ভারতের হিমাচল প্রদেশ। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫ জনে। নিখোঁজ বহু। গত ২০ দিনের বৃষ্টির জেরে ভয়ংকর পরিস্থিতির তৈরি হয়েছে ভারতের উত্তর পাহাড়ি এই রাজ্যে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধার কাজ। হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন। চলবে বৃষ্টিপাত ও। ফলে আগামীদিনে হিমাচল প্রদেশে

এরপর ৪ পাতায়

কুঞ্জনগরে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় চিতাবাঘ,স্বস্তিতে এলাকার মানুষ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

স্বস্তি ফিরলো জলদাপাড়া বনাঞ্চল লাগোয়া কুঞ্জনগর এলাকার মানুষ।বেশ কিছুদিন থেকেই ওই এলাকায় চিতাবাঘ ঢুকে সাধারণ মানুষের ছাগল খাচ্ছিল।সাধারণ মানুষের আতঙ্কের কথা মাথায় রেখে বনদপ্তর থেকে ছাগলের টোপ দিয়ে বাঘ ধরার খাঁচা পাতা হয়।এক রাতেই সাফল্য পেল বনদপ্তর। ফালাকাটার কুঞ্জনগরে খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কুঞ্জনগরের একটি পরিত্যাক্ত রিসর্টে জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের কুঞ্জনগর বিটের তরফে বাঘ ধরার জন্য খাঁচাটি পাতা হয়। রাতে সেই খাঁচায় দেওয়া হয় ছাগলের টোপ। সেই ছাগলের টোপেই খাঁচায় ঢুকে পড়ে চিতা বাঘ। বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দা ও বনকর্মীদের নজরে পড়ে খাঁচাবন্দি

বাঘ।তারপর থেকেই বাঘ দেখতে ভিড় জমান এলাকার মানুষ। তবে খবর পেয়ে দ্রুত বাঘটিকে উদ্ধার করে মাদারিহাটে নিয়ে যায় বন দপ্তর। জলদাপাড়া বন দপ্তর জানিয়েছে,এটি মহিলা পূর্ণবয়স্ক চিতা বাঘ।স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এভাবে বাঘ ধরা পড়ায় স্বস্তিতে এলাকাবাসী।স্থানীয়রা জানান,কদিন থেকে এলাকায় বাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে অনেকের বাড়ি থেকে ছাগল টেনে নিয়ে যায় বাঘ। সেই দৃশ্য এলাকার অনেকেই প্রত্যক্ষ করেন। তারপর স্থানীয়রাই বাঘ ধরার জন্য খাঁচা পাতার দাবি করেন। সেই দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে বন দপ্তর খাঁচাটি পাতে।তাই বাঘ ধরা পড়ায় এলাকাবাসীর আতঙ্ক দূর হল। এলাকাবাসীরা জানান,কুঞ্জনগর জঙ্গলে আরোও বাঘ রয়েছে সেগুলির দিকে বনদপ্তরের নজর রাখার।

সমর্পণ পশ্চিমবঙ্গের গুরু পুর্নিমা মহোৎসব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- গুরুদেবকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠীত হল সমর্পণ পশ্চিমবঙ্গের শ্রী গুরু পুর্নিমা মহোৎসব। হিমালয় ধ্যান ও সমর্থন আশ্রম গুরু দেশ বিদেশের বিভিন্ন শাখায় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজার হাজার ভক্ত ও শিষ্যের সমাগম ঘটে। কলকাতার সংলগ্ন হুগলি জেলার কাশি বিশ্বনাথ ধাম মালিয়া পশ্চিমবঙ্গ সমর্পণ আশ্রমে ছাড়াও গুরুদেব শ্রী শিবকৃপানন্দ স্বামী সমর্পণ মন্দিরে অনুষ্ঠীত হয় গুরু পুর্নীমা মহোৎসব। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে এলাকার মানুষ গুরুদেব ও গুরুমা প্রতি শ্রদ্ধা জানান পুজা ও আরোতীর নিজেকে সমর্পণ করেছে গুরুদেব গুরু মায়ের কাছে।

প্রনব মন্দিরে এদিন ২০০ জন সাধক সহ প্রায় জনাকুরী ভক্ত শিষ্যকে সাধন দীক্ষা দান করেন।পরে ভক্ত শিষ্যরা প্রত্যেকে তাঁদের দীক্ষা গুরুকে এবং মূল শক্তির দৈবভাবের প্রকাশ কে সমবেত ভাবে পূজারতির মাধ্যমে গুরু পূর্ণিমা পালন করেন।

(১ম পাতার পর)

একে একে হাজির দিলীপ, শমীক, সুকান্ত, কী হচ্ছে দিল্লিতে

উপদেষ্টার মতো কাজও করতে পারেন দিলীপ।

এদিকে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছেন নয়া সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গেও দেখা করতে পারেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি। সূত্রের খবর, এখনও বঙ্গ বিজেপির নতুন কমিটি গঠন হয়নি। সেই কমিটি গঠন নিয়ে দিল্লি সফরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা হতে পারে শমীকের।

জাতীয় মৎস্য চাষি দিবস হল ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী মৎস্য চাষিদের অটল নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন: ডঃ সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ১০ জুলাই, ২০২৫

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, জাতীয় মৎস্য চাষি দিবস হল ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করে তোলা, মাছ ভিত্তিক প্রোটিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী মৎস্য চাষিদের অটল নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। ব্যারাকপুরের আইসিএআর-সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিসারিজ রিসার্চ ইন্সটিটিউট (সিআইএফআরআই)-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডঃ মজুমদার বলেন, তাঁদের প্রয়াস কেবল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহে সাহায্য করে না, বরং সুস্থায়ী জলজ চাষ এবং একটি সমৃদ্ধশালী নীল অর্থনীতির লক্ষ্যে দেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সরকারের উদ্যোগ, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি নাবার্ড এবং গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণের সুবিধার কথাও জানান। তিনি যুবদের মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে অন্বেষণে উৎসাহিত করেন। নতুন চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কারণ এই ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দেশের ১৬টি রাজ্যে সেরা মৎস্য চাষিদের তাঁদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মান জানান। তিনি আইসিএআর-সিআইএফআরআই-এর পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। তাঁর উপস্থিতিতে সিআইএফআরআই এবং বিভিন্ন মৎস্য চাষ সমবায়ের মধ্যে সমঝোতাপত্র সাক্ষরিত হয়, যা এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে আইসিএআর-সিআইএফই-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর তথা উপাচার্য ডঃ রবিশঙ্কর সি.এন এবং আইসিএআর-সিআইএফআরআই-এর ডিরেক্টর ডঃ বি কে দাস-ও উপস্থিত ছিলেন।

১৯৫৭ সালের এই দিনেই অভ্যন্তরীণ জলজ চাষ ক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন অধ্যাপক ডঃ হীরালাল চৌধুরি এবং তাঁর সহকর্মী ডঃ কে এইচ আলিকুনি। তাঁদের অবদানকে সম্মান জানিয়ে এবং স্মরণ করে জাতীয় মৎস চাষি দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হচ্ছে। এই দিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য হল ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করে তোলা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মৎস্য চাষিদের অমূল্য অবদানকে স্বীকৃতি জানানো।

খিদিরপুরে মাটির নীচে নামল দেশের বৃহত্তম বোরিং মেশিন

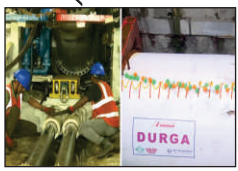

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য সরকারের জমি জটিলতা কেটে গিয়েছে। ভারতীয় সেনার তরফেও দেওয়া হয়েছে 'নো অবজেকশন'। ফলে সব টালবাহানা শেষে শুরু হল কাজ। খিদিরপুরে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৭ মিটার নীচে টানেল বোরিং মেশিন দিয়ে সুড়ঙ্গ খননের কাজ শুরু হল বৃহস্পতিবার। কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয়কুমার রেড্ডির উপস্থিতিতে কাজ শুরু করল 'রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড'।বর্তমানে পার্পল লাইনে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু আছে। জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরে আপাতত মোট চারটি স্টেশন হবে ভূগর্ভস্থ। পরে পঞ্চম স্টেশনও তৈরি হবে।জমি জটিলতায় দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল কাজ। এবার পুরোদমে কাজ এগোবে জোকা-এসপ্লানেড তথা কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইনে। দুটি টানেল বোরিং মেশিন নামানো হয়েছে, 'দুর্গা' এবং 'দিব্যা'।

আপ লাইনে অর্থাৎ পার্ক স্ট্রিটমুখী লাইনে সুড়ঙ্গ খনন করবে 'দুর্গা', আর ডাউন লাইনে অর্থাৎ জোকামুখী লাইনে সুড়ঙ্গ খনন করবে 'দিব্যা'। মেশিনগুলির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ মিটার এবং ওজন ৬৫০ টন। মেশিনটি তামিলনাড়ু থেকে ৬৫৩ কিলোমিটার পথ পার করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে।

জোকা-এসপ্ল্যানেড মেট্রো করিডরে খিদিরপুর থেকে পার্কস্ট্রিট পর্যন্ত টানেল তৈরির কাজের জন্য টানেল বোরিং মেশিনটি ব্যবহার হবে। খিদিরপুর শ্যাফট থেকে নামানো হয়েছে সেই মেশিন। প্রথমে খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুল চত্বর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত ১.৭ কিমি পথ তৈরি করবে এই টানেল বোরিং মেশিন। এরপর ভিক্টোরিয়া থেকে পার্ক স্ট্রিট অংশের ৯০০ মিটার টানেল তৈরি করবে এই মেশিনটি। সেখান থেকে লাইনটি এসপ্ল্যানেডের সঙ্গে যুক্ত হবে।

সম্পাদকীয়

আদ্যাপীঠ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে সর্বধর্ম সমন্বয় ও ভাতৃত্ববোধের বার্তা, উপস্থিত মন্ত্রী

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ মন্দিরের আলিপুরদুয়ার শাখার প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস আজ গুরু পূর্ণিমার পবিত্র দিনে উদ্‌যাপন করা হলো। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী পূজা, হোম, বস্ত্র ও প্রসাদ বিতরণ এবং একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "সর্বধর্ম সমন্বয় ও বিশ্ব ভাতৃত্ব"।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উদয়ন গুহ, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক ও পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও রাজনীতিবিদ ডঃ নির্মল মাঝি, ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, সমাজসেবী পাপ্পু কর সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই শুভ উপলক্ষে ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই বলেন, "অন্নদা ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আদ্যাপীঠ মন্দির আজ শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। আগামী দিনে ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে এই পথ আরও প্রশস্ত হবে বলেই আমরা আশাবাদী।"

এই দিনটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও ধর্মসভায় অংশ নিয়ে বহু মানুষ মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ত্রিশতম পর্ব)

কূল খেতে পারে না। দেবীকে নতুন বছরের কূল দিয়ে তবেই কূল খায় ছাত্রছাত্রীরা। পূজার আগের দিন সংযম পালন অর্থাৎ সংযমের দিন মাছ-মাংস পরিহার করে নিরামিষ খাওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে সব মিলে এসব আচার-অনুষ্ঠানেও রয়েছে আনন্দ।পূজার দিন লেখাপড়া একেবারেই নিষেধ থাকে। পূজার পরে দোয়াত-কলম পুস্তক ও বাদ্যযন্ত্রের পূজারও প্রচলন আছে। এ দিনেই অনেকের হাতেখড়ি দেওয়া হয়। পূজা শেষে অঞ্জলি দেওয়াটা খুব জনপ্রিয়। আর যেহেতু সরস্বতী বিদ্যার দেবী তাই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ উৎসব অনেক বড় করে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

ভারী বৃষ্টি ও ভূমিধসে বিধ্বস্ত ভারতের হিমাচল প্রদেশ, মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮৫

বিপদ আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। পাহাড়ি এই রাজ্যে এখন ও পর্যন্ত প্রায় ৮০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ভূমিধসের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে হিমাচলের বহু রাস্তাঘাট। ফলে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে ৩০০ এর বেশি গবাদিপশু। ভেঙেছে বহু বাড়িঘর। অকেজো হয়ে গিয়েছে রাজ্যের ৫০০ এর বেশি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার। এখনও পর্যন্ত অন্তত ৫০০ জনকে উদ্ধার করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। প্রবল বৃষ্টিতে ফুলে ফেঁপে উঠছে বিপাশা। মান্ডির পাশাপাশি খারাপ পরিস্থিতি সিমলা এবং কুল্লুর ও। কুল্লুতে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বইছে নদীর জল। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একাধিক দল রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে সেই উদ্ধার কাজ ও ব্যাহত হচ্ছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই পরশুরাম মন্দির সপ্তম শতকে শৈলোদ্ভব রাজাদের শাসনের সময় তৈরি, কিন্তু এই মূর্তির গঠনে পালযুগের শৈলী আছে মনে হচ্ছে। এই চামুণ্ডামূর্তিটি জে-ইউন-শিন তাঁর গ্রন্থে মাতৃগণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন (৬১)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গুরু পূর্ণিমায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন সুকান্ত মজুমদার, নিশানায় ফিরহাদ হাকিমও

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

বৃহস্পতিবার গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে হালিশহরে নিগমানন্দ আশ্রমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এই পবিত্র দিনে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। একইসঙ্গে, দলের আরেক বর্ষীয়ান নেতা দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন তিনি।

নিগমানন্দ আশ্রমে ভক্ত ও অনুগামীদের ভিড়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "গুরু পূর্ণিমার এই শুভ দিনে আমরা সবাই আশীর্বাদ নিতে এসেছি। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুধু বড় বড় কথা বলছেন, কিন্তু মানুষের জন্য কাজ হচ্ছে না। কাটমানি আর দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে রাজ্য।"

তিনি সরাসরি ফিরহাদ হাকিমকে নিশানা করে বলেন, "মেয়র সাহেব উন্নয়নের কথা বলেন, কিন্তু কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। শুধু ফটো তুলে আর ফেস্টুন লাগিয়ে উন্নয়ন হয় না, কাজ করে দেখাতে হয়।"

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, "দিলীপ দা আমাদের দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিজ্ঞ নেতা। তার মন্তব্য নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। দলে সবারই নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্য আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে বিজেপির আক্রমণাত্মক মনোভাবকেই তুলে ধরছে। গুরু পূর্ণিমার মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই রাজনৈতিক আক্রমণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ধর্মেন্দ্র প্রধান: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র পঞ্চ সংকল্প পথ নির্দেশিকা হবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির

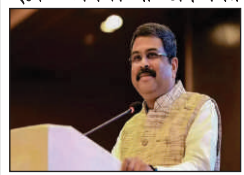

নতুন দিল্লি ১০ জুলাই ২০২৫

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দু'দিনের উপাচার্য সম্মেলন আজ শুরু হয়েছে গুজরাটের কেভাডিয়ায়। শীর্ষ স্থানীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০-এর বেশি উপাচার্য অংশ নিয়েছেন সূচনার পর থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং রূপায়ণের কৌশল স্থির করতে। গুজরাটের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় শিক্ষা মন্ত্রক আয়োজিত সভার লক্ষ্য বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্য পূরণে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতির রূপরেখা তৈরি করা।

অনুষ্ঠানে ভাষণে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, গত এক দশকে ভারতের উচ্চশিক্ষা পরিমণ্ডল মৌলিক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একে করে তুলেছে নমনীয়, আন্তঃবিভাগীয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উদ্ভাবনচালিত। শ্রী প্রধান জানান, এরফলে, মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হয়েছে ৪.৪৬ কোটি ২০১৪-১৫ থেকে ৩০% বেশি। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৮%। মহিলা জিইআর-এর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে পুরুষ জিইআর-এর সংখ্যাকে। পিএইচডি-র জন্য নাম নথিভুক্তি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মহিলা পিএইচডি-র সংখ্যা বেড়েছে ১৩৬%। তপশিলি উপজাতির জন্য জিইআর বেড়েছে ১০ পারসেনটেজ পয়েন্ট। তপশিলি জাতির জন্য বেড়েছে ৮ পয়েন্টের বেশি। এরথেকে বোঝা

এরপর ৬ পাতায়

বিশ্বশক্তি হিসেবে ভারতের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির উত্থানও আবশ্যক: উপরাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় বলেছেন, বিশ্বশক্তি হিসেবে ভারতের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তির উত্থানও আবশ্যক। কারণ, একটি দেশের শক্তি তার চিন্তাভাবনার মৌলিকত্ব, তার মূল্যবোধ এবং বুদ্ধিগত ঐতিহ্যের স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে গঠিত ভারতের পরিচয় পুনর্ব্যক্ত করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত কেবল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক দেশ নয়। এটি একটি সভ্যতার ধারাবাহিকতা- চেতনা, অনুসন্ধান এবং শিক্ষার একটি প্রবাহমান নদী যা এখনও টিকে রয়েছে।

তিনি বলেন, আদি অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে আদিম অতীতের ধ্বংসাবশেষ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আরও দুঃখজনক বিষয় হল, স্বাধীনতার পরেও এই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। পশ্চিমের বিষয়গুলিকে সর্বজনীন সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। অসত্যকে সত্য হিসেবে চালানো হয়েছিল।

ভারতের বৌদ্ধিক যাত্রার ঐতিহাসিক ভাঙনের কথা স্মরণ করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, দেশে ইসলামিক আক্রমণ ভারতীয় বিদ্যা পরম্পরার গৌরবময় যাত্রায় প্রথম অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। আলিঙ্গন এবং আত্মীকরণের পরিবর্তে অবজ্ঞা ও ধ্বংসের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা দ্বিতীয় অন্তরায় তৈরি করে। তখন শিক্ষার কেন্দ্রগুলিকে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থে পরিবর্তন করে।

নতুন দিল্লিতে ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থা (আইকেএস)-র বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। শ্রী ধনখড় বলেন, ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগেই ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেদের শিক্ষার সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন ভূমি ছিল বৌদ্ধিক জীবনের আলোকিত কেন্দ্র- তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বল্লভী এবং ওদন্তপুরী এর প্রমাণ। এগুলি ছিল জ্ঞানের সুউচ্চ প্রতিষ্ঠান। তাদের গ্রন্থাগারগুলি জ্ঞানের অগাধ সমুদ্র ,যেখানে হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি ছিল।

তিনি আরও বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোরিয়া, চিন, তিব্বত এবং পারস্যের মতো দেশ থেকে অনেকেই আসতেন। এই স্থানগুলিতে বিশ্বের বুদ্ধিজীবিরা ভারতের চেতনাকে গ্রহণ করতেন। ভারতীয় জ্ঞান ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বাস্তব কর্মকাণ্ডের দিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন। সংস্কৃত, তামিল, পালি এবং প্রাকৃতের মতো সমস্ত ধ্রুপদী ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করে ধ্রুপদী ভারতীয় গ্রন্থের ডিজিটাইজড ভাণ্ডার তৈরি করা জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি। উপরাষ্ট্রপতি জানান, এই ভাণ্ডারগুলিকে এমন ভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে দেশের পণ্ডিতদের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে গবেষকরা কাজে লাগাতে পারেন। ঐতিহ্য এবং উদ্ভাবনের মধ্যে গতিশীল সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতীতের জ্ঞান উদ্ভাবনের অন্তরায় নয় বরং এটি অনুপ্রাণিত করে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

(৫ পাতার পর)

ধর্মেন্দ্র প্রধান: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র পঞ্চ সংকল্প পথ নির্দেশিকা হবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির

যায় অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা। তিনি এও জানান, ইতিবাচক নীতি উদ্যোগের ফল হিসেবে ১২০০-র বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪৬ হাজারের বেশি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সারা বিশ্বে ভারত হয়ে উঠেছে অন্যতম বৃহত্তম শিক্ষা ব্যবস্থা।

ভাষণে শ্রী প্রধান জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র পঞ্চ সংকল্পের ধারনা তুলে ধরেন যা, বিশ্ববিদ্যালয় গুরুকুলে উপাচার্যদের জন্য হবে পথ নির্দেশিকা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল আগামী প্রজন্মের জন্য নতুনতর শিক্ষা, বহুবিভাগীয় শিক্ষা, উদ্ভাবনমূলক শিক্ষা, সার্বিক শিক্ষা এবং ভারতীয় শিক্ষা। মন্ত্রী উপাচার্যদের ত্রিবেণী সঙ্গমের উদ্দেশ্যগুলি রূপায়ণ করতে পরিবর্তনের খোঁজ করার আহ্বান জানান, নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলির মাধ্যমে- অতীতের উদযাপন (ভারতের সমৃদ্ধি), বর্তমানকে তুলে ধরা (ভারতের কাহিনী সংশোধন) এবং ভবিষ্যৎ গঠন (আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা)। এতে অতীতকে বোঝা, বর্তমানকে চেনা এবং ভবিষ্যৎকে জানা নিশ্চিত হবে সমসাময়িক কাঠামোর মধ্যে।

মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, ২০৩৫-এর মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় জিইআর বাড়িয়ে ৫০% করা জরুরি। এরজন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে, যেমন পাঠ্যক্রম ঢেলে সাজাতে হবে, ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং বহু বিভাগীয় ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে উপাচার্যদের কর্তব্য হবে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোভাব ও প্রত্যাশাকে সাকার করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করা। শ্রী প্রধান জোর দিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের। সব সংস্কারের কেন্দ্রতে রাখতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের, কারণ তারাই ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় শক্তির মূল। তিনি উপাচার্যদের ভবিষ্যতের জন্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান, যেখানে দক্ষ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত কর্মীবল পাওয়া যাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মদাতা, সামাজিক উদ্যোক্তা এবং নীতিসম্মত উদ্ভাবনের জন্য সক্ষম করে তুলতে হবে।

ভাষণে মন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ রূপায়ণের জন্য কৌশলপত্র তৈরি করার আহ্বান জানান যারমধ্যে থাকবে বিভিন্ন বিভাগে একাধিক বিষয়ে পড়ার সুযোগ, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম (আইকেএস)-কে মূল স্রোতে আনয়ন, দক্ষ করে তুলতে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে প্রযুক্তিচালিত শিক্ষার জন্য কৌশল উদ্ভাবন এবং চিরাচরিত মূল্যবোধের সঙ্গে প্রযুক্তি যুক্ত করার ওপর জোর দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগ এবং এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই উপাচার্য সম্মেলনের মতো সম্মেলনের আয়োজন।

সিনেমার খবর

বাবু ভাইয়া ফিরছেন! ‘হেরা ফেরি থ্রি’-তে থাকছেন পরেশ রাওয়াল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বহুল প্রতীক্ষিত কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘হেরা ফেরি থ্রি’-তে শেষ পর্যন্ত থাকছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। ‘বাবু ভাইয়া’ চরিত্রে তাকে ছাড়া সিনেমার কল্পনাই যেন করতে পারছিলেন না ভক্তরা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরেশ নিজেই নিশ্চিত করেছেন তার ফেরার কথা।

পরেশ বলেন—“না, এখন আর কোনো সমস্যা নেই। সব জটিলতা মিটে গেছে। এমন একটি জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিতে আমাদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হয়। কারণ দর্শকদের ভালোবাসার প্রতিদান দিতে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে।”

তিনি আরও জানান, “আগেও ছবিতে থাকার কথা ছিল, এখনও আছি। আমরা সবাই সৃজনশীল মানুষ— প্রিয়দর্শন, অক্ষয়, সুনীল— সবাই বহুদিনের বন্ধু। শুধু একটু সমন্বয়ের দরকার ছিল, সেটাও হয়ে গেছে।”

এর আগে গুঞ্জন ওঠে, অক্ষয় কুমারের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'কেপ অফ গুড ফিল্মস' ২৫ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ চেয়ে পরেশ রাওয়ালকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিল। যদিও অভিনেতা পরে ১১ লাখ টাকার সাইনিং অ্যামাউন্ট ফেরত দেন ১৫% সুদ-সহ। তখন অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, তিনি আর থাকছেন না সিনেমাটিতে।

এদিকে, অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা-ও মন্তব্য করেন—“পরেশ রাওয়ালকে ছাড়া ‘হেরা ফেরি থ্রি’ কল্পনাই করা যায় না।”

পরেশ রাওয়ালের বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিক মাধ্যমে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন ভক্তরা। একজন লেখেন, “আজকের সেরা খবর! হেরা ফেরি ৩ আসছে, আর বাবু ভাইয়াও ফিরছেন। অক্ষয়, সুনীল আর পরেশকে একসঙ্গে দেখার অপেক্ষা আর সহ্য হচ্ছে না!”

এই ফ্র্যাঞ্চাইজির আগের দুই কিস্তি ‘হেরা ফেরি’ (২০০০) ও ‘ফের হেরা ফেরি’ (২০০৬) দর্শকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

নায়কের মুখে দুর্গন্ধ, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বিপাশা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিপাশা বসু সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে ২০১২ সালের সিনেমা ‘জোরি ব্রেকার’-এর শুটিংয়ের সময় ঘটে যাওয়া এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, যা নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে বলিউডপ্রেমীদের মধ্যে।

সিনেমাটিতে বিপাশার বিপরীতে ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা আর মাধবন। একটি চুম্বন দৃশ্যের প্রসঙ্গে বিপাশা বলেন, “আমি প্রথমে দৃশ্যটি করতে দ্বিধায় ছিলাম, কারণ মাধবনের স্ত্রী আমার খুব ভালো বন্ধু। কিন্তু পরিচালক বারবার অনুরোধ করে রাজি করান।”

তবে শুটিং শেষ হতেই ঘটেছিল অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি। অভিনেত্রীর ভাষ্য, “দৃশ্যটি শেষ করেই আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে চলে যাই। গা গুলিয়ে উঠছিল, অসুস্থ বোধ করছিলাম। পরে জানতে পারি, মাধবন শুটিংয়ের আগে পেঁয়াজ রয়েছে এমন কিছু খেয়েছিলেন।”

এই ঘটনাকে নিয়ে তেমন কোনো রাগ বা দূরত্ব তৈরি হয়নি তাদের বন্ধুত্বে। বরং তিনি এটিকে এক সাধারণ, স্বাভাবিক পরিস্থিতি হিসেবেই নিয়েছেন। বিপাশা বলেন, “আমাদের বন্ধুত্বের কোনো ক্ষতি হয়নি। এখনও নিয়মিত কথা হয় মাধবনের সঙ্গে।”

দীপিকার হৃদয়ে জায়গা করে নিলেন ব্র্যাড পিট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড থেকে হলিউড—তারকাদের মধ্যেও অনেক সময় গড়ে ওঠে মুগ্ধতা বা তারকাপ্রীতি। এবার এমনই এক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। তাঁর চোখে হলিউড অভিনেতা ব্র্যাড পিট যেন এক অনন্য অনুপ্রেরণা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি পোস্ট করে দীপিকা লেখেন, “ব্র্যাড পিট। নামটাই যথেষ্ট। ব্যস এটুকুই। এটাই আজকের পোস্ট।”

এই এক পংক্তিতেই দীপিকার মুগ্ধতা যেন ঝরে পড়েছে। অনেকেই ধারণা করছেন, ব্র্যাড পিটের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘F1’ দেখে এতটাই আবেগপ্রবণ হয়েছেন দীপিকা যে, তিনি এমন একটি পোস্ট দিয়েছেন।

পরিচালক জোসেফ কোসিনস্কি পরিচালিত এই সিনেমায় ব্র্যাড পিট অভিনয় করেছেন সনি হায়েস চরিত্রে—একজন অভিজ্ঞ ফর্মুলা ওয়ান রেসার হিসেবে। স্পোর্টস ড্রামা ঘরানার এই ছবির মাধ্যমে অনেকদিন পর এমন শক্তিশালী চরিত্রে ফিরলেন তিনি।

২৭ জুন মুক্তি পাওয়া ছবিটির গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার হয় লন্ডনে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন টম ক্রুজসহ একঝাঁক হলিউড তারকা। বিশ্বজুড়ে আলোচিত ছবিটি ইতিমধ্যেই দর্শকদের মাঝে সাড়া ফেলেছে।

দীপিকার ইনস্টাগ্রাম স্টোরি থেকেই স্পষ্ট, তিনি শুধু ব্র্যাড পিটের অভিনয়ের ভক্তই নন, তার ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বেরও অনুরাগী। বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া এই অভিনেতার প্রতি দীপিকার এমন প্রকাশ্যে উচ্ছ্বাস যেন ভক্তদের মাঝেও বাড়তি কৌতূহল তৈরি করেছে।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ

ফাইনালে দুই তারকাকে ছাড়াই নামবে পিএসজি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালের আগে বড় ধাক্কা খেল প্যারিস সেন্ট জার্মেইন (পিএসজি)। রবিবার ইংলিশ ক্লাব চেলসির বিপক্ষে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে খেলতে পারছেন না দলটির দুই গুরুত্বপূর্ণ ডিফেন্ডার উইলিয়ান পাচো ও লুকাস হার্নান্দেজ।

বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে সরাসরি লাল কার্ড দেখায় দুই ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন তারা। নিষেধাজ্ঞার কারণে তারা রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মাঠে নামতে পারেননি। এবার খেলতে পারবেন না বহু প্রতীক্ষিত ফাইনালেও।

তবে তাদের অনুপস্থিতি খুব একটা প্রভাব ফেলেনি পিএসজির ওপর। সেমিফাইনালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ফরাসি ক্লাবটি।

২০২৫ সালে দুর্দান্ত ফর্মে আছে পিএসজি। ফরাসি লিগ শিরোপা জয়ের পর চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে ইন্টার মিলানকে ৫-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ইউরোপ সেরার মুকুট জয় করেছে তারা। আর এখন তারা এক ধাপ দূরে ইতিহাস গড়ে নতুন ফরম্যাটের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জয় করার। সেই লক্ষ্যে চূড়ান্ত পরীক্ষায় তাদের সামনে চেলসি।

পথে একের পর এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারিয়েছে পিএসজি। অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদকে ৪-০, বায়ার্ন মিউনিখকে ২-০ এবং রিয়াল মাদ্রিদকে ৪-০ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে লুইস এনরিকের দল।

পা হারানোর সম্ভাবনা ছিল পন্থের, জানালেন চিকিৎসক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এজবাস্টন টেস্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সামারসল্ট সেলিব্রেশন করেন ঋষভ পন্থ। ম্যাচে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করে নজর কাড়ার পাশাপাশি তাঁর সামারসল্ট দিয়ে সেলিব্রেশন এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে এমন উদযাপন দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁর অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক ডা. দিনেশ পাদ্রিওয়ালা।

চিকিৎসকের মতে, ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার পর যে পন্থকে আবার বাইশ গজে দেখা যাচ্ছে সেটাই অলৌকিক। এখন এই পর্যায়ে এসে তাঁর এমন ঝুঁকিপূর্ণ উদযাপন করা উচিত নয়।

ডা. পাদ্রিওয়ালা বলেন, 'ঋষভ ছোটবেলা থেকেই জিমন্যাস্টিক করত, তাই ওর পক্ষে সামারসল্ট করা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু এর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এই মুহূর্তে ওকে আরও সতর্ক হতে হবে।'

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার পর পন্থ প্রথমবার তাঁর কাছে এলে পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। হাঁটু ডিসলোকেটেড ছিল, গোড়ালিতে গুরুতর আঘাত ছিল এবং পায়ের অনেকটা চামড়া উঠে গিয়েছিল। তিনি বলেন, ঋষভের সব লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে নার্ভ বা রক্তনালিও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি ছিল। এক পর্যায়ে পা কেটে বাদ দেওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল।

চিকিৎসক জানান, অস্ত্রোপচারের আগে পন্থ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি আবার ক্রিকেট খেলতে পারব তো?' সে সময় এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চিত কিছু বলা যায়নি।

পাদ্রিওয়ালা বলেন, 'ঋষভের বেঁচে ফেরা এক বিশাল ভাগ্যের ব্যাপার। আজ সে যেভাবে মাঠে ফিরেছে, সেটা নিঃসন্দেহে এক অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন।'

ফেদেরারকে পেছনে ফেলে জকোভিচের নতুন রেকর্ড

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

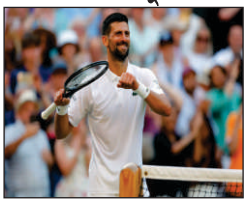

উইম্বলডনের সবুজ কোর্টে আরও একবার ইতিহাস লিখলেন সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচ। কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালির ফ্লাভিও কোবোলিকে চার সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে পৌঁছে গেলেন নিজের ১৪তম উইম্বলডন সেমিফাইনালে। এই কীর্তির মাধ্যমে তিনি টপকে গেছেন কিংবদন্তি রজার ফেদেরারকে, যিনি ১৩ বার উইম্বলডনের সেমিফাইনাল খেলেছিলেন।

৩৮ বছর বয়সেও অপ্রতিরোধ্য জকোভিচ যেন সময়কে থামিয়ে রেখেছেন। প্রথম সেট হারলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পরবর্তী তিন সেট ৬-২, ৭-৫, ৬-৪ ব্যবধানে জিতে ম্যাচ নিশ্চিত করেন তিনি। এই জয় শুধু ফেডেরারকেই নয়, নিজেকেও ছাপিয়ে যাওয়ার নজির গড়েছে। এটি তাঁর ৫২তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনাল।

ম্যাচ শেষে জকোভিচ বলেন, 'এই বয়সেও বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারা আমার জন্য গর্বের।'

টেনিসের সর্বকালের সেরা হিসেবে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করছেন জকোভিচ। ইতোমধ্যেই ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর নামের পাশে। এবারের উইম্বলডন ট্রফি জিতলে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ২৫-এ। তখন টেনিস ইতিহাসে সব বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী হবেন তিনি, টপকে যাবেন মার্গারেট কোর্টকেও।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR